রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ১২, ২০১৫

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৮ কার্তিক, ১৪২২ মোতাবেক ১২ নভেম্বর, ২০১৫

নিম্নলিখিত বিলটি ২৮ কার্তিক, ১৪২২ মোতাবেক ১২ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে।

বা. জা. স. বিল নং ৩১/২০১৫

আইন দ্বারা অর্পিত ক্ষমতাবলে সরকার এবং সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিধি ও প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকল্পে আনীত বিল

যেহেতু আইন দ্বারা অর্পিত ক্ষমতাবলে সরকার এবং সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিধি ও প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই আইন বিধি ও প্রবিধান প্রণয়ন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(ক) **"আইন"** অর্থ General Clauses Act, 1897 (X of 1897) এর Sections 3(1a), 30 এবং 31 এ বর্ণিত অর্থে কোন Act of Parliament এবং Section 3(46)) এ সংজ্ঞায়িত অর্থে কোন Regulation ;

মূল্য : টাকা ৮.০০

(খ) **"সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ"** অর্থ কোন আইন দ্বারা বিধি বা প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্তৃপক্ষ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান, যে নামেই অভিহিত হউক;

(গ) **"সরকার"** অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার;

(ঘ) **"সংসদীয় কমিটি"** অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি এর ২৪৬ নম্বর বিধি অনুসারে গঠিত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি বা এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত কার্যপ্রণালী-বিধির ২৬৬ নম্বর বিধি অনুসারে গঠিত বিশেষ কমিটি;

(ঙ) **"সংসদ সচিবালয়"** অর্থ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়;

(চ) **"স্পীকার"** অর্থ সংবিধানের ৭৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে নির্বাচিত স্পীকার বা তাহার অনুপস্থিতিতে স্পীকারের দায়িত্ব পালনকারী ডেপুটি স্পীকার বা অন্য কোন সংসদ সদস্য।

৩। **আইনের প্রাধান্য।**—আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

৪। **বিধি ও প্রবিধান প্রণয়ন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ।**—(১) কোন আইন দ্বারা সরকার বা সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে বিধি বা প্রবিধান প্রণয়নের জন্য ক্ষমতা অর্পন করা হইলে, সরকার বা সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার পূর্বে প্রস্তাবিত বিধি বা প্রবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংসদীয় কমিটির পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার বা সংশ্লিষ্ট সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ প্রস্তাবিত বিধি বা প্রবিধানের খসড়া সংসদ সচিবালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটির নিকট পেশ করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) অনুসারে কোন বিধি বা প্রবিধান এর খসড়া সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণের অনধিক ষাট দিনের মধ্যে সংসদীয় কমিটি উক্ত খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, বর্জন করিতে বা তৎসম্পর্কে অন্যবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত সময়-সীমার মধ্যে সংসদীয় কমিটি পূর্বানুমোদনের জন্য প্রাপ্ত বিধি বা প্রবিধানের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতে অসমর্থ হইলে উক্ত মেয়াদের অবসানে সংশ্লিষ্ট বিধি বা প্রবিধানে কমিটির পূর্বানুমোদন রহিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) কোন আইন দ্বারা বিধি বা প্রবিধান প্রণয়নের জন্য সুপ্রীম কোর্টের অনুকূলে ক্ষমতার্পণ করা হইলে সেইক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

৫। **স্পীকার কর্তৃক সংসদীয় কমিটির ক্ষমতা প্রয়োগ।**—সংসদীয় কমিটি গঠিত না হইলে বা সংসদের অবর্তমানে স্পীকার, এই আইনের অধীন সংসদীয় কমিটির ক্ষমতা এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলীর বিধান সাপেক্ষে, প্রয়োগ করিবেন।

৬। বিধি ও প্রবিধান সংরক্ষণ।—(১) এই আইনের অধীন পূর্বানুমোদিত কিংবা পূর্বানুমোদন রহিয়াছে বলিয়া গণ্য কোন বিধি বা প্রবিধান সরকারি গেজেটে মুদ্রণের পূর্বে সংসদ সচিবালয় ইহাতে নম্বর ও তারিখ প্রদান করিবে এবং উহার মুদ্রিত কপি যথানিয়মে সংরক্ষণ করিবে।

(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উপ-ধারা (১) এর অধীনে সংসদ সচিবালয় কর্তৃক প্রদত্ত নম্বর ও তারিখ সম্বলিত বিধি বা প্রবিধান সরকারি গেজেটে মুদ্রণ বা প্রচার করা হইবে।

৭। বার্ষিক রিপোর্ট।—প্রতি ইংরেজি পঞ্জিকা বৎসর শেষ হওয়ার পর, জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটির সভাপতি, প্রণীত বিধি এবং প্রবিধান সম্পর্কে একটি রিপোর্ট পেশ করিবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ-সংবলিত বিবৃতি

কোন আইন প্রণয়ন করিয়া উহার উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে বিধি বা প্রবিধান প্রণয়নের জন্য সংসদ কর্তৃক সরকার এবং সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের নির্বাহী ক্ষমতাসম্পন্ন কর্মকর্তাগণ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এই অর্পিত ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকল্পে বিধি বা প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংসদীয় কমিটি তথা সংসদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিধান করার জন্য এই বিলে প্রস্তাব করা হইয়াছে।

মোঃ রুস্তম আলী ফরাজী
সংসদ সদস্য
১২৯, পিরোজপুর-৩

মোঃ আশরাফুল মকবুল
সিনিয়র সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
ড. মহিউদ্দীন আহমেদ (উপসচিব), উপপরিচালকের দায়িত্বে, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd